প্রথম প্রকাশ

জুলাই ১৯৬০

প্রকাশক

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

কবিপত্র প্রকাশভবন

১ সি রানী শংকরী লেন

কলিকাতা ২৬

প্রচ্ছদশিল্পী

পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

মুদ্রণ

গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিমিটেড

৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট

কলিকাতা ১৬

পরিবেশক

সিগনেট বুক শপ

১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

১৪১/১ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯

এই লেখকের অন্য কাব্যগ্রন্থ

অজ্ঞাতবাস

সূচীপত্র

রবীন্দ্রনাথ

গম্ভীর গভীর ঘণ্টা বেজে চলে শতকের সায়াহ্নশিবিরে
বাইরে বৃষ্টির শব্দ, জুঁইফুল অপার আমোদে
ছড়িয়ে রয়েছে, অর অস্তসূর্যে চাপারক্তমোক্ষণলালিমা
পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনের ধাবমান শত লক্ষ পাখি—
বিষণ্ণ অনেক কিছু তারই মধ্যে : কার বিধ্বস্ত প্রাসাদ,
আশ্চর্য স্বপ্নের কুঁড়ি ছিন্নভিন্ন, নদী মুহূর্তে শুকোয়,
সাগরে দামামা বাজে, রণতরী, হালভাঙা ডিঙি,
জেলেরা উৎসন্ন এই ম্লান কালে নীরব বিস্মিত।
তুমি একা, একটি লোকেরই শুধু প্রতিবিম্ব তুমি,
জলের ছায়ায় আমি শতধাবিভক্ত হব স্রোতে—
আমি বা আমরা যারা প্রত্যেকেই প্রত্যেক বাগানে
রয়েছি, ফুলের মত পাপড়ি মেলে ফুটে উঠতে চাই ;
সমস্ত শতকে শূন্য মধ্যাহ্নের স্থৈর্য নিয়ে নিঃসঙ্গ একাকী,
আমরা তোমাতে হব, প্রত্যেকেই একা থাকবো ব্যক্তির বিবেকে

প্রথম সিঁড়িতে

কোথাও পৌঁছানো আর গেল না এখনো…অন্তহীন সরাইখানার
ক্লান্ত বিজ্ঞাপন ঝুলে আছে…খণ্ডচরিত্রের সেই গ্রাম্য ভাঁড়
হাসাতে পারছে না মোটে আর…কাঁপে নষ্ট রাত্রি, বিবর্ণ বিষাদ,
হলুদ আঁচড় ঐ দুপুরের কর্কশ চিৎকার…
অনুপূর্ব ইতিহাস প্রকাশিত ধিক্কৃত কলহে
সোনার চেয়েও দামী দেহ কার…সুবর্ণ-সুযোগে
পরশমণির স্পর্শ কেউ ঠিক ভোলে না এখন,
গৃহস্থেরা ঘরে নেই…আসবাবপত্রের মধ্যে নির্জন বিলাপ—
কেবল নিঃসঙ্গ লাগছে…কারো নাম আজ জানা নেই,
কাল কি অনেক চিঠি খুলতে খুলতে পাওয়া যাবে অলীক ঠিকানা,
এতটা স্পষ্টতা বুঝি ভাল নয়, এত অকরুণ চেনাজানা,
দংশনের কীট কোন হাওয়ায় ভেসেছে মেলে দিয়ে দুই ডানা॥

নগর

নগরের পাকদণ্ডী সমুদ্রের চেয়েও ভীষণ
নগরে ছাতিমতলা নেই… কবে কার বিশ্বস্ত বিবেক
ধূলিমুঠি ছিন্নভিন্ন…রক্তহীন ভোরবেলাকার মাছ
স্টেশনে আছড়িয়ে পড়ে…কার প্রিয় অভিরুচি আছে…
অন্তিম আদর্শে যদি শেষ লণ্ঠনের আলো আঁকা হয়ে থাকে…
জলের শব্দের সঙ্গে পাহারাওলার ক্লান্ত শীর্ণ পদক্ষেপে
নিবু-নিবু বাতিগুলি ; তারে, জ্বালে, ঝাপসা-ঝাপসা কাকের আভাসে
হৃদয়ে রক্তাক্ত সেই চিরচেনা মুখরতা কার
সেরিনেড বাজিয়ে কে চলে গেছে ঐ জানালার নীচে থেকে
কেন ঝাউগাছ, কেন মর্মর ; ভাষায় রূপে চিত্রিত সকলই

নিঃসঙ্গের সহজতা এতগুলি নিঃসঙ্গ প্রতীকে—
নগরে দুর্লভ ছায়া…কার চোখ আকর্ষণ করে
গভীরে শীতল সেই স্রোতোধারা, জল, জলে হাওয়ার স্পন্দন।…

ঘরে বাইরে ঝরনা

॥ এক ॥

এখন সন্ধ্যায় বড় বিপন্ন বিষাদ…কারা বলে ঘরে চলো,
দাঁড়কাক মধ্যাহ্নে যেন ছায়া খোঁজে, বর্ধিষ্ণু বয়স
পুরনো অভ্যাসগুলি ছায়ার আভাসে সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলে,
জলে কি মোছে সে দাগ যার ঋণ অন্তহীনতায়
নিয়ত পাখনা মেলে…কেন বাদুড়ের প্রশস্ত সময়
উল্টোমুখে পৃথিবীকে উল্টোভাবে দেখতে চেয়েছিল—
আমি কেন গ্লানি হবো, দূষিত রজনী কার ঘরে
ঝাপসা করে দেয় গাঢ় রক্তপুঞ্জ, কত দুরূহতা
জটিল কলঙ্কে ডোবে অন্ধকারে বৃক্ষের সমীপে…
সারারাত বই পড়ে কে শেষরাতে মোমের নীচেই
ক্ষয়িত মসৃণতায় এঁকে রাখবে মৌন প্রতিকৃতি!

॥ দুই ॥

সব ছবি খুলে নিয়ে কে এখন বাসাবদলের
ললিত কর্তব্যে সমর্পিত—পেরেকে ঝোলানো ক'টি সুতো
ম্লান স্মৃতি আচ্ছন্নতা…কণ্ঠহীন কোন এক প্রাণী
কাঠকয়লার ছবি শেষ কথা ভেবে রেখেছিল…
আমি কি নিরস্ত সেই চলে-যাওয়া ঝরনা মনে করে
খুব কাছে বসে থাকবো—বিকেল তিনটের উষ্ণ চায়ে
ছুটির দিনের জন্যে আরেক চামচ চিনি বেশিই ঘুলোবো
প্রণয়মুহূর্তগুলি দার্শনিক প্রাজ্ঞতায় এখানে এখনো
আলো জেলে রাখবে কার মন, কার আছে ভালবাসা?

দরজার ওপাশে

দরজার ওপাশ থেকে উঁকি মেরে কে যেন পালালো··
আমরা সংযত ঘরে···বায়বীয় শান্ত প্রতিচ্ছবি
চতুষ্কোণ চারিটি দেয়াল ; আর ঊর্ধ্বমুখ শয্যার নগ্নতা
অসম্ভব করুণার সাদা তীব্র জ্যোতিষ্কের আলো ;
ছেঁড়া কামিজের সেই ভিজে গন্ধে এখনো মাতাল
অকুণ্ঠ বয়স যাকে আঁটোসাঁটো স্থিতিস্থাপকতা
এনে দিতে চেয়েছিল ঝরনার সদৃশ এ-বিকাল
সে-ও কেন নিমজ্জিত অন্ধকারে অভিজ্ঞানহীন···
কেন যেন ভয় পাই...হিংস্র লাগে সমস্ত কৌতুক
বাসনা এখন আর রক্তিম থাকে না কোনমতে—
পরিচয় কি নিষ্ঠুর, সহজ কেন যে অনায়াস
বিকল্প অনন্যোপায় অরুণাংশু এই ধুলোপথে ··
কণ্ঠের ভঙ্গিমা হতে পারে শব্দ, পারে তৃষ্ণা, নিছক শরীর
ভাষা না বুঝেই ও কে উঁকি মেরে নিমেষে পালালো।

আয়না রেখো না

কে আছে পিছনে ঐ দাঁড়িয়ে, সর্বদা
নিরাকার কোন এক ভয়—অশিক্ষিত কিন্তু অসঙ্কোচ
পরীক্ষার হলে সেই পাহারাওলারা—কিংবা গাছের ওপারে
সূর্য রশ্মি ঢেলে দিলে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হবে,
চালচিত্র পটুয়ার অভিনিবেশের গাঢ়তায়
প্রধান পুতুলগুলি প্রায় ঢেকে ফেলে, কেবলই তেমন
ঋজু কী গাছের মত, মন্দিরের চূড়া, কার প্রসন্ন কুটির
অত্যন্ত আদিমরূপে বিরাজিত—আমি দেখবো না মুখ
যদি ভাঙাচোরা স্বপ্ন হয়, শেষ বসন্তের প্রেম

কুড়োনো পাতার সাজে ফিরে আসে, গোপন প্রেমিকা
কোনদিনই যাকে দেখা যায় নি সে যদি হয়,
অথবা আমার সেই ফেলে-আসা কমবয়সের তীক্ষ্ণ চোখ···
দেখবো না ফিরে আর, আয়না রেখো না সামনে, ম্লান প্রতিকৃতি !

লাল ধুলো

ঘরে থাকা বড় শান্তি···চিড়িয়াখানার সেই বার্ষিক ছবিটা
পাহাড়ের দেশ থেকে চলে-আসা মরালীর আকাশ সাজানো
ফোটোয় কিম্ভুত মনে হয়, (তবু স্টাফ রিপোর্টার
ছাতিবগলের ক্ষিপ্র পণ্ডিতমশাই যিনি নগরে এখন
দ্রুত বিচরণশীল)···ক্রমাগত বাইরের লাল আকর্ষণ
ফাল্গুন জাগায় মনে, বনে আর হৃদয়ের সব ঠাণ্ডা ঘরে
কোনো এক অস্থিরতা, বিক্ষেপের অন্তরঙ্গ ধ্বনি
থেকে থেকে বেজে উঠছে, কাচে বাজে কর্কশ কাঁকর,
নিঃশ্বাসে গভীর শব্দ কোন ছাদে ঠোক্কর লাগিযে
বিদ্যুৎ-পাখার মধ্যে অপগত মুহূর্ত-সময়ে···
বাইরে কে জল ঢালছে, ফুলবাগানের যত অশ্রুত গোলাপ
নিবিড় রক্তের মধ্যে কাঁটা নিয়ে, গন্ধ নিয়ে আসে···
ছিন্নমূল কি যৌবন···কার চোখে জ্বালা, অন্ধকার
বাইরে প্রবাহ বেশি···প্রবাহেই রক্তের প্রদাহ।

কালো পাথর

কেন এই অন্ধকার স্পর্শগ্রাহ্য ঘনতায় আমাকে ডুবোলে
রমণীয় আদর্শের পর্দায়, বাগানে, ঝরনা, কৃত্রিম বিকেলে,

অনায়াসে কেটে যেতে পারে বহুদিন, যন্ত্রণার স্বাদ
বিলাসের স্পষ্টতায় সপ্তাহে বিরাম-দ্বার খোলে…
প্রেমে কি নিকট সেই পরিচয়পত্রটুকু আছে
কারুর গ্রামের বাড়ি শহরের পাশাপাশি বসে
বুকের ভেতর রক্ত গাঢ়তম, লোহিতাভ গালে
বিষণ্ণ মাছির ছায়া ভুলে বসে পিছলে পড়ে যায় ;
দাঁত দিয়ে হাসতে হয় হাসির কথাও সেটা বটে
দাঁত দিয়ে কাটা যায় অন্ধকার জমানো পাথর…
গলবে নাক' কোন কিছু, যেহেতু বরফ নয়, নয় জমা জল
নক্ষত্র-বীক্ষণে যদি সাধ থাকে—অন্ধকার হবে কি তরল ?

ক্যানিং পোর্ট

চন্দ্রহীন লঞ্চঘাটা…কাঠপুলের তিনটি ভিখিরী,
প্রসন্ন স্মৃতির রূপে শেষবার জলের শব্দের
তটপ্রান্তঅভিঘাত—আকাশের নক্ষত্রেরা মলিন পুরনো,
দোকানের উল্টোদিকে গরিব দোকানগুলি অনাকর্ষণীয় ;
এখন বনেদী সেই প্রচলিত শরীরের স্পৃহনীয়তার
মূল্য নেই…রাত্রি কেন ছায়ামাখা যুবকের মনে
দিনের সমস্ত ছবি, ভাঙা নুড়ি ; উদ্গত-সমীরে
মস্তিষ্কের গভীর প্রবাহ থেকে ছুটে চলে আসে ঐ নৌকো, গজ, ঘোড়া
কিস্তির নির্ভুল চাল, মিলহীন আত্মমগ্নতায়
কেবল নদীর গলা ধরে রাখে কোনো উচ্চস্বর…
কাঠপুলের তিনজন তিনটি পাখির রূপে আবির্ভূত হবে ?

স্নানসিক্ততা

চৌবাচ্চার পাড় ঘেঁষে মাঝে মাঝে দু-একটি শামুক
প্রাগৈতিহাসিক দুঃখে ঠাণ্ডায় লুকিয়ে ফেলে মুখ
সাবানের ফেনা কোন সমুদ্রের বিশ্রুত স্মারক
কে ফিরে ছায়ার মধ্যে পুনর্বাস চায়…
কেউ কি চিৎকার করে, কলের জলের রেখাঙ্কিত
আর্ত কার চৈত্রমাস হাল্কা অঙ্গুলিতে
বিদায়ের সংকেত জানিয়ে চলে-যাওয়া শিশুপাঠ ধ্বনি
কেবল মুখস্থ করে প্রায়মন্ত্র শ্রদ্ধায় পুঞ্জিত,
কিংবা অতিরঞ্জিত কী ম্লানতম গল্পের আভাসে
চিরকাল দূরে-দেখা বিশিষ্টের মূর্তি গড়ে তোলে।
চৌবাচ্চার মধ্যে কোন পদ্মফুল, স্নানসিক্ত ফুল
শামুক কি উপাখ্যানে প্রজাপতি হয়ে উড়ে যায়।…

নিষিদ্ধ বাগান

নিষিদ্ধ বাগানে ওরা ঢুকে পড়েছিল ওরা যুবক যুবতী,
পাখি ছিল, ফুল ছিল, অচ্ছোদসরসীনীরে আকাশের ছায়া
ধুলোর ধূসরে ছিল শেষ মধ্যাহ্নের গন্ধ। আশ্চর্য বেহায়া
গোল পিণ্ড প্রায়বৃদ্ধ সূর্য ডুবে যেতে যেতে দেখেছিল নদী
এখনো তরুণী। ওরা আনন্দ-উত্তাপে প্রাণ সমর্পণ করে
পাশাপাশি হেঁটেছিল, কথা বলে গান গেয়ে খেয়ালখুশিতে
ফুল ছিঁড়েছিল, বুঝি ভুল করে বিষাক্ত কী ফল
খেয়েছিল, অথচ মরেনি ওরা সেদিন নিভৃতে…
তোমরা শুধু বলেছিলে ওরা মৃত, ওরা কেন মানে নি শাসন,
যেদিকেই চেয়ে ভাখো সকলেই সুন্দর শোভন,
পরদিন নদীর বুকে সম্মিলিত সূর্যকে প্রথমে

দেখেই বিস্মিত তোমরা ভেবেছিলে কী যেন বিভ্রমে
ওরা ফিরে এল ঐ যুবক-যুবতী দুইজন
বাগানে ফুলের গন্ধে আমোদিত হয়েছিল মুহূর্ত তখন

নিমডালের ফুল, পাথর

অন্ধকারে একা যেতে ভয় ছিল, আমাকে করোনি তবু ভয়
আমি বহুদূর পথ এগিয়ে দিলাম, শুধু তৃতীয় কে জন
ছিল পাশাপাশি, হবে তোমার সংকোচ
তখন জ্যোৎস্নার আলো ফুটে উঠলে দিত কি ধিক্কার
তোমার ফ্যাকাশে মুখে রক্তের সঞ্চার ক্রমে ক্রমে
আমাকে ফিরিয়ে দিত ভুল বুঝে, সামাজিক ভুলে—
তুমি কোনো অন্তর্দাহ বুকে বয়ে নিলে কিনা দুর্বোধ্য সেদিন
তোমার জালার চিহ্ন আমার সান্ত্বনা, কিন্তু ঐ শুভ্র হাসি
কেমন আচ্ছন্ন করে ছিল···আমি গভীরতা বুঝিনি মোটেই,
চোখের তারার মধ্যে কি জটিল ভাষার ইঙ্গিত
তুমি তো আগেই জেনেছিলে আমি নিরীশ্বরবাদী,
ফেরার পথেই কিন্তু মন্দিরচাতালে সেই নিমডালে আমি
অর্থবহ একটি পাথর খুব শক্তভাবে ঝুলিয়ে রেখেছি ॥

অন্তরঙ্গ কথা

॥ এক ॥

স্মৃতির গভীর থেকে উঠে এসে যৌবনের নদী
বিষাদমিশ্রিত এক অন্ধকারে অস্পষ্ট ধোঁয়ায়

হারাল !   এবং দূরে শেষবিদায়ের ঘণ্টা বেজে গেছে কার,
মন্দিরে কপাট বন্ধ, উত্তরে দক্ষিণে সারি সারি
আম্রপল্লবের চিহ্ন শুষ্কপ্রায়।   আর সেই পাখি
উড়ছে না ঘুরছে না শুধু ক্লান্ত হয়ে প্রতীক্ষায় রত।
একবার বিদ্যুৎ তবু চমকে উঠে ঝলসে দেবে দূরের আকাশ,
যে-নাম অনেকদিনই ভুলে গেছি সেই নাম মনে পড়তে পারে
শূন্য ঘরে।   অপরাজিতের সেই বুকের মাঝখানে
আশ্চর্য ছায়াও পড়বে আঁকাবাঁকা সুন্দর শোভন—
শেষ কোনোখানে নেই, নদী, আরো নদী, পাখি, ফুল,
গোধূলিবেলার স্পর্শে মত্ত হবে সকালের পাখি।

॥ দুই ॥

জোনাকি যতই ফুটবে নদীর জলের ধারা তারই অনুপাতে
বেড়ে যাবে।   সরল বিশ্বাসে কারা বলেছিল দূরে একদিন,
নক্ষত্র যতই উঠবে কালো আকাশের গায়ে পাশাপাশি পড়শীর মত
তখন কী হবে, তার উত্তর মেলে নি সেইদিন—
স্বপ্নপ্রাণ জুঁইগুলি কতদিন ওদের বাগানে
কতদিন শিউলিফুল রাশি রাশি ছায়ায় ভূতলে
লুটিয়ে পড়েছে তবু কিছুই হয়নি কোনদিন,
প্রেমের রক্তিম স্পর্শ সম্ভাব্য সুযোগ ছেড়ে দিয়ে
দূরে চলে গেল।   শুধু বিন্দু বিন্দু গাঢ় অন্ধকার।
আরেকবার জন্ম নিয়ে গুণে দেখব ঐ জুঁইফুল,
আরো বহু অপেক্ষার মুহূর্তের মালা গাঁথব আমি।

॥ তিন ॥

বাড়ি ছেড়ে চলে আসা কী যে অপরাধ আমি জানি ;
প্রবাস তোমার সঙ্গে—স্রোতের উজানে লগি ঠেলে
দিশাহারা, সময়ের চরিত্র যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় সোপানে,
মনে হয় প্রাণ তুমি ভরে দেবে নবতম গানে,
এবং প্রেমের মূল বহুদূর সঞ্চারিত হয়, কাছে পেলে

মন তুষ্ট, নিসর্গ নির্দিষ্ট করে দেয় সব প্রাণ আর প্রাণী।
ঘরের দেয়ালে কেন ভাঙা মন্দিরের ছায়া, ভেজা কুয়োতলা,
সুপুরিবাগান কেন ভেসে ওঠে ; আর সেই শালিক পাখিটা
অকস্মাৎ ঘরের মাথায় কেন ডেকে ওঠে, দূরে একগলা
জলের ভিতর থেকে চূর্ণচুলরেখাঙ্কিত সেই সে আবার
কথা বলে, বসুধা আমায় তুমি মুক্তি দাও, কুটুম্ব চাই না,
অন্তহীন এক বৃত্তে ঘুরে যাব ঘুরে যাব আমি।

॥ চার ॥

নানারকমের দুঃখে ভরে গেছে এই ছোট ঘর,
কী চেয়েছি কী পেলাম, কেন, কী যে দুঃসহ হতাশ,
অন্ধকারে সবচেয়ে বেশি ফোটে নানারূপ ছবি
সমস্ত ইন্দ্রিয় এক সুগঠিত ধনুক এখন—
একটি একটি জানলা মাঝে মাঝে ঐ খুলে যায়,
দূরের সুনীল শূন্যে অস্তরশ্মি রঙিন লালিমা
বিশ্বাসের মন্ত্র আনে—পশ্চিম দিগন্তে ঐ ঋজু তালগাছ
জন্মাবধি ঈশ্বরের মত ধৈর্যে স্থির, শান্ত, নরম, উদার।

দুই অন্ধকার

॥ এক ॥

কোন একদিকে তার অন্ধকার আছে ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে
বাসনার শেষটুকু অন্তর্দাহে ভরে দিয়ে কাকে
ছুটেই পালালো বুঝি ছাদে সেই হাওয়ার গভীরে
নক্ষত্রের আলো এসে যেখানে এখনো ছায়া হয়…
শোক ব্যর্থতার গ্লানি চিরকাল মুমূর্ষুর ছবি,
নাম ধরে ডাকবে নাক' আর চেনা সংসার, অথবা

ঘরের ভেতর থেকে দূরে ছুটে চলে যাবে কার প্রতিধ্বনি ?
পায়ের শব্দের মধ্যে নাগাল পাবে না আর কার...

নিশ্চয় আমরা তবু নিয়ত বিশাল হয়ে যাই,
পুরনো অভ্যাসে আর মানাবে না কাকে,
আমার জামার মধ্যে আমাকে ধরে না আজকাল
আমার গায়ের চামড়া ঝলসে যাচ্ছে বিভিন্ন আগুনে···
কোন একদিকে সেই অন্ধকার আছে ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে,
আমাকে সে টুকরো করবে রক্তপায়ী ঘৃণ্য অভিলাষে।

॥ দুই ॥

অলীক ভ্রমণ ছাড়া কিছুতে আনন্দ নেই আর,
চামড়ার ব্যাগটা ঠিক ফেলে আসি কোন রেস্তোরাঁয়,
অথচ ঠিকানা বলো, চিঠি বলো, সুপারিশ সবই
তারই খাঁজে খাঁজে আমি জমিয়ে রেখেছি এতদিন···
আপনারা জানেন না কি ব্যয়সাধ্য এখন ভ্রমণ—
তা ছাড়া পোষ্যের ঝুরি প্রদক্ষিণ করে বটগাছ
পেনসনের দুচার টাকা কে না জানে কোথায় পৌঁছায়
এবং শরীরটাও গররাজী অশ্বের মতন ··
ঈশ্বরে অধুনা আর রুচি নেই, শয়তানের দ্বারে
কেবলই সোপান-বৃদ্ধি বিজ্ঞাপিত দিকে দিগন্তরে,
পুরনো কালের লোক আমি এই নবীন ভ্রমণ
বড় ভালবাসি, এই অলীকতা সর্বব্যাপী হ'ক সনাতন ॥

ইদানীং

একটা মুখোশ যেন দিনরাত্রি মুখে পরে আছি—
এবং নিজেও সেই ছদ্মবেশী সম্রাটের মত

আশ্চর্য খেলায় মত্ত ; সুখস্পর্শ ছায়াচ্ছন্ন স্মৃতির মহিমা
অপরূপ জয়গর্বে দেখো চিরকাল জয়ী হবে ;
কালের যাত্রার মধ্যে আমি সেই মুখোশের মুখ
কেবল মানাতে চাইছি ষড়ঋতু নিসর্গনিখিলে
অস্পষ্ট আমার চিহ্ন শরীরী, লোলুপ, ঘৃণ্য মাংসপিণ্ড এক-
আমার হাসির মধ্যে বিকৃত কান্নার সুর যত্নে লুক্কায়িত···
আমি ঠিক এরকম ছিলাম না বুঝি একদিনও,
আমি এরকম আর থাকবো না জেনো কোনদিন,
আমার মুখশ্রী ফুটবে স্পষ্ট সেই প্রতিবিম্ব পেলে
যখন আরেক মুখ প্রস্ফুটিত পদ্মের কোরক ॥

আকৈশোর

উজানে চলার ছন্দ যে বলেছে সে কি ভুল বলে—
বিছানায় শুয়ে শুয়ে শৈশব মুখর হয়ে এল,
এক আকাশ অন্ধকারে মেঘ নিয়ে উজ্জ্বল পুতুল
বৃষ্টির জলের মধ্যে গলে যায়, ধুয়ে মুছে যায়,
তবু কি স্মৃতির কাঁটা বুক থেকে তুলে দিতে পারি···

তোমার ক্ষতের চিহ্ন সুগভীর, এবং গভীর গর্তে জল ধরে বেশি···
লাফিয়ে লাফিয়ে চলে শেষ ধাপে পৌঁছে যেতে আর
কতটুকু দেরি তাও বলে দিতে পারে কোন মূর্খ তত্ত্বজ্ঞানী,
যখন সমস্ত ফর্সা নতুন শ্লেটের রঙ রেখাহীন, মসৃণ, কাজল ..
নিজেকে কেমন করে ফাঁকি তবু দেবে সে কি জানে···

নিরুত্তর অন্ধকারে-কে ভেসেছে, কে পেয়েছে রক্তের দোলায়
আগুনের স্পর্শ ! দৃশ্য কাকে দূরে টেনে নিয়ে যায় ;
উজানভাঁটার ভেদাভেদ নেই, স্মৃতিস্বপ্ন অর্ধনারীশ্বর···

জলের ওপর কার ছায়া পড়ছে, ভাঙছে টুকরো টুকরো.
কাঁকরমেশানো পথে অবলীলাক্রমে ও কে হাঁটে !

জোনাকির ফুল

দু-একজন তারা হয় আর সব মুহূর্ত-জোনাকি—
অতএব ও কথা ভেবো না · ঐ খোলা বারান্দায়
অন্ধকারে এখনো কি দেবদারু শিহরিত হয়,
এবং ক্ষ্যাপাটে সেই বুড়ো হাওয়া মর্মর জাগায় ?
সুশুভ্র স্মৃতির রেখা কিংবা কাকে দীর্ঘ, স্ফীত করে—
জ্যোৎস্নালোকে সব ডোবে সুখ, দুঃখ, ব্যথার বিকার···

দু-একজন তারা হয় আর সব মুহূর্ত-জোনাকি
অতএব ওদিকে চেয়ো না···বরং বাবুইটাকে ছাখো
শূন্যের দোদুল্যমান ঐ ঘরে জোনাকিকে বেঁধে
আলোক-উৎসব করে ; ক্লান্ত কোন বৃদ্ধের শরীরে
এখনো জোয়ার জাগে মনগড়া নদী যদি থাকে,
পুতুল শরীর ভেবে শান্ত করো অবাধ্য হৃদয়···

দু-একজন তারা হয় আর সব মুহূর্ত-জোনাকি—
অতএব বিমর্ষ হয়ো না। গভীরের নিবিষ্ট মননে
ভালবাসো যেটুকু এখানে, এই গাঢ়তম সান্নিধ্যের কাছে,
তোমার জোনাকিগুলি ফুল হবে এই অন্ধকারে।

গহ্বরের সামনে

শেষ অবলম্বনের মত আমি ওকে ফের বিশ্বাস করবোই—
দড়ি ধরে আকাশপ্রদীপ তুলতে ছেলেবেলা আনন্দ যেমন
নাবিকের ধ্রুবতারা, আজ-কাল-পরশুর এ অস্পষ্ট জীবনে
ভুলের মহত্ত্বে আমি অকপট বিশ্বাস জানাবো…

লণ্ঠন জ্বলবেই ওর পায়ে পায়ে যত হেঁটে যাক
বিষাক্ত সাপটা ঐ ছায়াতেই ছোবল লাগাবে,
শেষ পাখিটির ডাক সন্ধ্যারাতে যবে শোনা যাবে
বাঁশের সাঁকোর 'পরে একা একা সে-ও পা বাড়াবে…
শেষ অবলম্বনের মত ওকে ফের বিশ্বাস করবোই—
কিছু একটা চাই, আমি পড়ে যাচ্ছি, নেমে যাচ্ছি অতল গহ্বরে

প্রত্নতাত্ত্বিক

কেন অন্ধকার থেকে উঠে এলে, স্মৃতি তুমি বিক্ষুব্ধ শ্রমিক,
কয়লার ভেতরে কে হীরা খুঁজে দেখেছিল কবে ·····
গাঢ় পিপাসায় যবে মাথাধরা রোদ কাঁপে প্রৌঢ় চরাচরে
শরীরে আগুন জ্বলে, আর কিছু পড়ে না দুচোখে—
তখনই ছায়ার স্পর্শে উঠে আসে অনির্বচনীয়
কমনীয় সেই চিন্তা আবাল্য যা ছিল সহচর,
আমি কিশোরপ্রেমের কথাটুকু ভাবতে ভাবতে ব্যর্থতার মাঝে
যেন কী ফুলের মালা খুঁজে পেয়ে চারিদিকে চাই।······

স্পর্ধা

কাল বিকেলের আগে মৃত্যু এসে দাঁড়াবে না ঘরে…
ঐ স্থির তৈলচিত্রে যুগ্ম হাসি অনিন্দ্য গভীর
পার্শ্ববর্তী সময়ের অপঘাত মুহূর্তে সরাবে,
এবং পর্দার হাওয়া আন্দোলিত—পাখি গান গাবে সমস্বরে…
দরজার চৌকাঠে আমি ছুঁয়ে রাখি মন্ত্রের বিশ্বাস
যুগ্মতার দৃঢ়তায় এতক্ষণ উজ্জ্বল আলোক—
কাল বিকেলের আগে মৃত্যু এসে দাঁড়াবে না ঘরে।…

পরিধি

প্রমাণ কিছুই আর দেওয়া যেতে পারে নাকো, এখন বিশ্বাস
নদীর চরের চিহ্নে, শোনাকথা কাঠুরের সোনার কুঠারে,
তোরঙ্গে বিয়ের পদ্যে, চিঠিপত্রে, মায়াবী সংসার
অপরূপ স্পর্ধা নিয়ে দাঁড়িয়েছে এখনো নিবিড়…
অনেকে হারিয়ে যাচ্ছে অতল গভীর ছায়াতলে…
বনস্পতি উঠে গেল সূর্য পেতে আকাশের কূলে,
উদাসী মাঠের বুকে বৈরাগ্য করুণ হাওয়া বয়…
জন্মজন্মান্তর যেন কত ক্লান্ত, নষ্ট, ভ্রষ্ট, রুক্ষ হাহাকার…
অলিখিত বিশ্বাসের ছায়াচ্ছন্ন বিস্তৃত পরিধি।

তবু কেউ কেউ…

অবশ্যই বোকা তাই এই জ্বালা সঞ্চারিত করে—
মানুষ বিশ্লিষ্ট হয় সন্তানের প্রখ্যাত সত্তায়,

ভুলের মাশুল এই জীবনের মুহূর্তের ঘরে
ছায়ার মতন ক'টি শব মাত্র হেঁটে চলে যায়…
আশ্চর্য, কেবল যেন মাকড়সার জালের গভীরে
নিজেই বন্দীর রূপে বিরাজিত, কেউ কেউ তবু ধীরে ধীরে
প্রজাপতি হয়ে যায় উড়ে যায় শেষ বিকেলের রাঙা তীরে

দুই মুখ

ঈশ্বরের হাসি নেই শয়তানের প্রগল্‌ভ বচনে
আমাদের ঘিরে আছে বিষবৃক্ষ অপচ্ছায়া বিষাদ বিকার,
অচেনা সেই যে এক নীল শিশি, তীক্ষ্ণ ছুরি কার,
কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে সত্তা এক, শুধিয়ো না আর জনে জনে ;
যে-কথা বলার ছিল আপাতত বোলো না মোটেই
কান পেতে শুনবে না কেউ, প্রত্যেকেই বিশিষ্ট মাতাল।
নরকে অমৃত নাকি পাওয়া যায় যার তীব্র ঝাঁঝ
বহুদূর সঞ্চারিত…বিজ্ঞাপনে গুণ তার বহুল বিবৃত ;
বরং নীরবে একা কাঁদতে পারো পুরনো আশ্বাস পাশে নিয়ে
ভিজে কুয়োতলা আর তার কাছে আনত করবী,
তোমার শান্তির জন্যে নক্ষত্রেরা উজ্জ্বল হলেও হতে পারে,
অবশ্যই শুনতে পারো দূরের ঘণ্টার ধ্বনি শুধু অহরহ,
ঈশ্বরের ছবি ঝুলবে, যতবার তাতে দেবে মালা
ততবারই শয়তানের প্রতিকৃতি ভেসে উঠবে, জ্বালা, তীব্র জ্বালা।

ভাঙা ফুলদানি

ফুল কুড়োনোর পালা শেষ, মালা গাঁথা বোকামির মত,
দরজায় দাঁড়াবো নাকো সুতীব্র হাওয়ায় অবিরত
কামিজের ঘাম যদি ঠাণ্ডা লাগে, বেশ মনে হয়,
নাড়বো না কড়া সেই পুরনো ধরনে। আমি অসময়
আকস্মিক কিছুই পাইনি এ জীবনে, বরং নির্দিষ্ট কালে
চোখের চশমার কাচ পুরু হল, দাঁত পাথরের,
মনে হয় নডবড়ে, খুব ক্লান্ত দুহাত বাড়ালে
একটি নির্ভর পেলে ভাল হত।

পাবো নাকি ফের
কোন কিছু বিশ্বাস করার মত তীক্ষ্ণ, ক্ষিপ্র মন,
কোন গাঢ়রক্ত ছবি, স্পর্শগ্রাহ্য, গভীর, নিবিড
যার মধ্যে সমর্পণে সুখ আছে ; সমুদ্রের তীর
যেন বা বেঁধেছে যুগ্ম প্রেমিক-প্রেমিকা দুইজন
জানি এই হয় আমি মেনে নেব ভাঙা ফুলদানি,
যে কটি ফুলের গুচ্ছ আছে তাই রাজা, তাই রানী ॥···

একজন ক্লান্ত

আমি সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে বড ক্লান্ত, তৃষ্ণা সুগভীর,
আমার বুকের মধ্যে রুগ্‌ণ এক প্রাণী বাসা বাঁধে,
এবং নিঝুম রাতে অসাড় দুচোখ যেন কাঁদে,
রক্তকণা জমে যায়, ঘেমে ওঠে পবিত্র শরীর···
কতদিন ঈশ্বর দেখিনি আমি—শৈশবে যা ছিল পরিচিত,
কৈশোর রাস্তায় রেখে প্রথম যৌবনে কোন্ ফুল
তোলার আগেই হাত বেঁকে গেছে, আমি এক মূর্তিমান ভুল
বার্ধক্য আমার বন্ধু, চেনে-জানে আমার অতীত...

মুহূর্ত-জোনাকি ধরতে বহু উচ্চে উঠে গিয়ে আমি
শুনেছি হাওয়ার শব্দ, দেখেছি তারার হাসি সুশুভ্র গম্ভীর,
শূন্যে কী সম্পদ আছে সকলেই দেখি উর্ধ্বগামী,
লক্ষ্য যেন প্রত্যেকের প্রতীক্ষায় হয়ে আছে স্থির !
আমি ক্লান্ত বহুদিন, তৃষ্ণা মেটাবার কোন ছলে
নিজের ব্যর্থতা ঢাকি মুখ রেখে এক গ্লাস জলে ॥

সেতুবন্ধ

হারজিত নিয়ে মত্ত ওরা…
প্রত্যেকের চোখে-চোখে চশমাগুলো সুন্দর রঙিন
সুভব্য সুদৃশ্য কারো উজ্জ্বল মুখোশ
ঠাণ্ডা সিরাপের মত কাটা-তরমুজ-রং মনোহর বুলি··
আর কী, আর কী বলো, সঞ্চয়ের ঝুলি
ভরে গেল উপার্জনে, নিন্দায় নিয়ত,
দুধাপ উঠলো কারা সিঁড়ি টপকে অনেক উঁচুতে
সুযোগ্য বালক কার গুণ টেনে নৌকো নিয়ে গেল…
এরি মধ্যে সময় করেছে কারা চুরি—
জিতে গেল চুপি-চুপি কিংবা সামনে প্রকাশ্যে কখন,
বাঁশের সাঁকোটা বাঁধলো নড়বড়ে তবু সেটা সাঁকো
সেতুবন্ধে ফিরে পেল প্রেম, সুখ, আনন্দ অপার ।…

নির্ভুলের ছবি

নির্ভুলের ছবি আঁকবে শিল্পীজন কঠিন পাষাণে—
বহমান নদী এক হরিণের মত ক্ষিপ্র, হরিণীর মতন নয়ন—
সুখের উত্তাপে আর সাফল্যের জয়স্পর্শে সুমধুর গানে
দুরান্ত-প্রচারে আত্মা পরিতৃপ্ত, গর্বোন্নত আত্মীয়-স্বজন ;
ত্মাখো ত্মাখো মেঘ উঠছে পরিষ্কার আকাশের গায়ে,
কাঁটা বেঁধে অন্ধকারে পথ-চলা বাউলের পায়ে,
ঘরের ভিতর ভয়, মিছিমিছি কান্না, বুকফাটা আর্তনাদ
রাত্রির নক্ষত্রশোভা নিস্তব্ধতা চিরে দিয়ে চালায় করাত…
সন্দেহে বিরক্ত-চিত্ত অতর্কিতে বিষপাত্র এলে
অতৃপ্তির যন্ত্রণাকে লুপ্ত করবে গলদেশে সবটুকু ঢেলে।
প্রতিদিন ব্যবহারে সেই প্রিয়া—যার জন্যে সব দিয়েছিলে—
মনে হয় প্রায় শুকনো ফুল ধুলোমাখা ঝরাপাতার মিছিলে—
কোনখানে নেই সেই দুরাশ্রয়ী সুন্দর নির্ভুল—
কোনদিনই নেই, ভাবলে এতদিনে তুমি শেষপ্রান্তে উপনীত,
বিশ্বাসের আকুলতা ভেবেছ বিজ্ঞান কিন্তু জানো উপকথায় বিধৃত
ছায়ার সৌন্দর্যে মত্ত মূঢ় মন গভীর ব্যাকুল।
প্রেম, শিল্পে নির্ভুলের সন্ধানী অনেকে
ছায়ার ছবিই আঁকছে, বুকে ধরছে ছায়া চিত্রলেখে।

ভুল সিঁড়ির লোক

ভুলের সিঁড়িতে যেতে ওর খুব ভালো লাগে জানি…
অন্ধকার আবছা স্মৃতি তীব্র এক গন্ধের উৎসাহ
রক্তকে মাতাল করে, শরীরের শিরায় শিরায়
ধ্বনির তরঙ্গ তোলে (সমুদ্র কি দেয় হাতছানি ?)…

রঙিন চশমার চোখ চারিদিকে কেবল ফিরায়—
আত্মস্থ হওয়ার পরিবর্তে প্রতিবাদী বিক্ষেপের উজ্জ্বল উদ্বাহ
শিল্পের অনঙ্গ মূর্তি তুলে ধরে,
সিঁড়িতে ভঙ্গুর ঐ কাচপাত্র শত লক্ষ শব্দ জড়ো করে…
সমান সিঁড়িতে কত জন্ম আর মৃত্যু গেল—নীরব কবর…
সাফল্যের তুঙ্গে কার জাহাজ-নৌকোর পালে রাশি রাশি হাওয়া,
গৃহকোণে কার সুখ বাসরশয্যার সেই মহার্ঘ মর্মর,
অতুলন বৈভবের পরিচয়ে আন্দোলিত তার মন বলে পাওয়া পাওয়া…
কিন্তু সে তো ভয় পায় সিঁদুরে মেঘের রেখা ফুটলে আকাশে
এবং এদিক পানে কেউ যদি জোরে জোরে হাসে…
ভুলের সিঁড়িতে ছাখো নিরন্তর নৃত্যের ঝঙ্কার—
হাটুরে ধুলোর মধ্যে আত্মহারা বাজে একতারা
কেন না নিয়মহীন ভবঘুরে পথিকের পদচিহ্ন হয় দিশাহারা
মিশে যায় দিগন্তের রক্তাক্ত মাদকে যবে রক্তসন্ধ্যা এপার-ওপার…
এবং ও-সিঁড়ি ছাখো ধাপে ধাপে উঠে গেছে গভীর মন্দিরে,
সুদূরের ঘণ্টা বাজে, এলোমেলো প্রতিধ্বনি বারবার আসে ফিরে ফিরে

বিষবৃক্ষ

নখে টিপে মেরে ফেললে হে প্রাণপ্রয়াসী
তোমার বায়সকণ্ঠ অশুভ অশুচি অন্ধকার—
সৃষ্টির নিগূঢ় স্বপ্নে গভীর হৃদয় বনবাসী
শাখা-ছায়া-ফুলে-ফলে গড়ে এক সুন্দর প্রাকার…
মনে পড়ে কাকে যেন ফুল দিয়েছিলে
ভাসালে নদীর জলে-বাসনায় ভরে-দেওয়া দীপ
মুকুরে নিজের মুখ দেখতে দেখতে পার হলে দ্বীপ-অন্তরীপ
নিজের রক্তের নদী কোন মুখে ফিরিয়ে যে দিলে…

তোমারই এ-মানচিত্রে সৃষ্টির বিন্দুতে
ভাবো ফোটে ফুল ভাবো তারা ফুটে ওঠে
যেন গৃহস্থালী গড়ে খড়কুটো এনে ঠোঁটে ঠোঁটে
তোমার মনের পাখি রক্তপিণ্ড প্রাণময় ছুঁতে নাই ছুঁতে—
জানো না বায়সকণ্ঠ মরে না, বিষের গাছ ঠিক
যতবার কাটো ছাখো ততবার ব্যাপ্ত করে আছে দিগ্বিদিক ॥

ছোট ঘর

ঘর ছোট, ঘরে কার সুখ নেই, বাইরের ডাকে
বড় হবে বলে কে যে দিনক্ষণ পাঁজিপুঁথি অন্ধকারে তাকে তুলে রেখে
নক্ষত্র-রৌপ্যের বিন্দু গুনতে গুনতে চলে গেল, এবং পথের বাঁকে বাঁকে
পান্থশালা বহুকাল তার সেই ভবঘুরেপনা ছবি এঁকে
বোঝাতে চাইলো আরো অনেক ব্যক্তিকে যারা এল গেল, খেল কি খেল না
মদ মাংস, উপভোগ্য রমণী-শরীর কারো কাছে সাড়া পেল কোথাও
পেল না……

বলেছে সে—নাতিদীর্ঘ অনিশ্চিত ধূসর জীবনে
চেয়ে ছাখো নদী-জল, বহু নদী পার হয়ে গেলে,
মাথায় খড়ের চালা, পাতাভরা গাছ কিংবা পারঘাটে দোকানের
ছাউনিটুকু পেলে
সাপুড়ে একটি নারী ভুলে গিয়ে কেন আরো নারীদের সঙ্গ পেতে চায়—
তোমার পিপাসা হবে গাঢ়তম উজ্জীবিত প্রাণবন্ত রূপসী মায়ায়,
কখনো গাছেরই মত হতে চাইবে, কখনো আকাশ, নীল পাখি,
রোমশ জন্তুর মন বেরোবে তোমার থেকে, পরিতৃপ্ত হবে জানো তা কি…
ফিরে আসবে একদিন উল্টোপাল্টা কথা-বলা সেই ভবঘুরে
ঝুলিতে থাকবে তার নানান্ রঙের নুড়ি নানান্ আকার
বুকের ভেতর যেন কথা বলবে হাজার নদীর দেশ যারা আছে দূরে

এবং সে বলে উঠবে—আমিও সম্রাট এক অনেক স্মৃতির 'পরে
আছে অধিকার······

ঘরে যারা ছিল যারা সঙ্গে রেখেছিল সেই কাঠের লাঙল
ঝুলকালি অন্ধকারে চেয়ে দেখবে বহুরূপী এক ফিরে আসে—
তারা বলবে—আমরা গভীরভাবে ঈশ্বরনির্দিষ্ট এই অংশ-ভূমণ্ডল
নিজের মতন করে ভালবেসেছি যে, তাই আমাদের পাশে
একটিই নদী আছে, একটি আকাশ, গাঢ় হৃদয়ে উত্তাপ,
নিজেকে নিজেরা চিনি, জানি গাছপাতা, পোকা, ঘুণ, সহস্র সন্তাপ······
ভবঘুরে গৃহস্থের মুখোমুখি সূর্যালোকে বসে
দেখবে ওরা দুঃখকষ্টে সূর্যমুখী ফুটে উঠছে দীপ্ত সৌররসে।······

চিরজীবী

নির্মল প্রাণের সেই উত্তরাধিকার
আসবাবপত্রের মধ্যে সজ্জায় এবং রূঢ় দীপ্ত অলঙ্কারে
ছড়িয়ে রয়েছে ; এই চিরজীবী ভদ্রলোক অনেক শতক পরমায়ু
কোনো গৃহিণীর এক আঁচলের গিঁট করে রাখেন আবার ;
নিস্তেজ লণ্ঠন যেম্নি জ্বলে ওঠে, তৈলদানে পায় পরমায়ু,
যৌবন মুঠোর মধ্যে তেম্নি ভেবে নেন, ফুল শ্যামপত্র ফোটে বুড়ো হাড়ে···
নদীর বিকেল তিনি ভুলে গিয়ে সূর্যাস্তের শেষ বিশ্লেষণে
প্রেমিক কালের বুকে আত্মঘাতী এক প্রবঞ্চনা
খুঁজে নেন, তাঁর সঙ্গী সেই সুখ সেই প্রেমসুখের রচনা,
মনে পড়ে না তো আর মন ক্লান্ত কার নিষ্পেষণে···

চিরজীবী ভদ্রলোক কোথায় বা কতদূরে চলে যেতে চান—
বুকের ভেতরে আছে কুটিলতা, গোপনতা, ছায়ার প্রবেশ ;
মুখোশ খুলবেন তিনি ! দস্যু হয়ে তাকাবেন বেলা বারোটায় !

দৃষ্টিতে ঘণ্টার স্বর বেজে উঠবে ; এই নীরবতা
মুহূর্তে সমুদ্র হবে কামে ভোগে ; পুঞ্জ পুঞ্জ ঢেউ ঐ কথা
ভেঙে যাবে···ভাঙা ঢেউ মিশে যাবে অন্ধকারে রাত বারোটায় ॥

অসুখ

ক্লান্ত হয়ে শুয়ে-থাকা। সারারাত বুকের ভেতরে
একজন অশান্ত ব্যক্তি কামুকের মৌল যন্ত্রণায়
ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে···তাম্রকূট-ধোঁয়া-ঢাকা ঘরে
শরীরী পৃথিবী জুড়ে রূপগ্রাহ্য মূর্তি ভাষা পায়···
জানলার ওপার থেকে উড়ে উড়ে আসে শত পাখি,
ঝড়ের মতন আসে কচি কাঁচা ডালভাঙা পাতা,
আলোর স্ফুলিঙ্গ কাঁপে, স্পৃহনীয় এক অমরতা
নতুন প্রাচুর্য বুকে তুলে ধরে করে ডাকাডাকি···
অসুখের চিহ্ন নিয়ে সুখ তার ভেঙে পড়ছে ঘরে—
শোণিতে অশান্ত কিছু না থাকলেই শ্রান্ত মনে হয়—
জীবনে যন্ত্রণা আছে—অন্ধকারে সাপের বিবরে
বাঁশি-শোনা কান কার জেগে উঠে এখনো তন্ময়।··

তোড়াবাঁধা ফুল

অন্ধকারে বার্ধক্যের স্পষ্টতা প্রকট হয় নাকো—
পুরাতন নদী ঢেউ নৌকো ডিঙি আলো-জলে-ওঠা
সমস্ত বুকের মধ্যে, কোনখানে পাথরের সাঁকো
জলের বিষাদ ঘরে তুলে নেয় দুঃখের গভীর ফুল ফোটা—

শিথিল দেহের যত ক্রীতদাসী স্বপ্নিল সম্ভব
অঙ্গীকার, প্রেমভাষ্য, চাতুর্য ও রঙিন প্রণালী
শবদেহ জলে ভাসে…কুটিল মাছের অনুভব
নক্ষত্রের ছায়া জলে ধরতে যায়, ছায় করতালি—

মৃত্যুর মহিমা তার জপমন্ত্র, কখনো জীবন
একটা ইঁদুর কোনমতে ছোটে স্মৃতির শরীরে
সবুজ চোখের দীপ্তি রোম-লাগা চিত্রের গভীরে…
গোলাপী নারীর মুখ ছাখে জঙ্ঘা ছাখে স্ফীত স্তন…
মায়ার অপাপ দৃষ্টি ফুটে ওঠে শান্ত বেহালায়,
রেস্তোরাঁর উচ্চ কথা, আপেলের উজ্জ্বল দোকানে,
কথার পুঞ্জিত স্তর মধুরেণু ফুলের বাগানে
অন্ধকারে আলো হয়, আলো রামধনু, আলো কে ফিরে জ্বালায় ;

এবং লালিত সেই সর্পশিশু পাথুরে দেয়ালে,
ইঁটের স্তূপের মধ্যে অযত্নশোভিত সেই অশ্বত্থের কায়া,
বৃদ্ধের আসনপাশে নিয়মিত রামায়ণ লণ্ঠনের আলোর আড়ালে…
মুহূর্তের গানগুলি চিরন্তন তোড়াবাঁধা ফুলেদের ছায়া ॥

কে যুবক উদাসীন

রঙিন চশমা পরে ঝাঁ ঝাঁ রোদে টো টো করে ঘুরে
কে যুবক উদাসীন পথভ্রষ্ট হঠাৎ দাঁড়ালো…
মুখোশের শোভাযাত্রা চলে যায় কাছ থেকে দূরে ;
বিপুল নিবিড় গাঢ় সূর্যস্নাত মধ্যাহ্নের আলো।

পানের পিকটা এসে পড়লো কার পাঞ্জাবির গায়ে,
যদি তাই রক্ত হত রক্তচিহ্ন কারো হাতে-পায়ে—

কিংবা এই ক্লান্তিকর দৈনন্দিন তাসের প্রাসাদে
মুহূর্তে আগুন যদি জ্বলে উঠতো দাউ-দাউ দাউ-দাউ
অক্ষয় দমকল তুমি ঘণ্টা নেড়ে যতবারই শান্তি-জল সযত্নে ছেটাও,
জেনে রেখো অক্ষয় দেশলাই আছে, দাম সস্তা, এবং সুলভ।

চাইছি নতুন কিছু, অন্তত নতুন অনুভব
হঠাৎ আসে না কেন একবার নিমেষের তরে—
দূরের সুখের হাওয়া ঝড় হয়ে বয়ে যাক প্রতি ঘরে ঘরে,
পোষা ময়নার খাঁচা ভেঙে যাক, একোয়েরিয়ম
মেঝেতে ছড়িয়ে দিক রঙিন মাছের দেহ, মূর্ত অনিয়ম
চারিদিকে উল্টোপাল্টা অযত্নপ্রয়াসে
কষ্টকর সময়ের চিহ্ন যেন ভেঙে দিতে আসে—
রঙিন চশমা-পরা যুবকের মাথাভরা উস্কোখুস্কো চুল
ছিল বলে মাথানাড়া বোঝা গেল নাকো তার নিখুঁত নির্ভুল।

অবশ্যই ভাবছিল সে—মায়া কি মালতী রমা শিপ্রাদের নাম
স্বল্পমূল্যে বিক্রি হল ওরা যারা ছিল চির নয়নাভিরাম
ওদের ঘরের ইচ্ছা, ঘর হবে, হবে সুখ, সম্পদ, বৈভব,
চিরদিনই যুবতীকে ফিরে টানে পুতুল খেলার ম্লান নির্বোধ শৈশব।
এমন কথার মত বহু কথা ভাবতে ভাবতে উদ্‌ভ্রান্ত যুবক
নতুনের আকর্ষণে গিয়েছিল রাস্তার মাঝখানে
চকিতে মৃত্যুর শব্দে রুদ্ধশ্বাস যন্ত্রযান থামে সেইখানে
রক্তের যৌবনে রাঙা হয়ে গেল সরীসৃপ পথ।
সহস্র যুবক যেন ঐ রক্তচিহ্ন মেখে কাতারে কাতারে এসে রাস্তায় দাঁড়ালো,
অসময়ে কৃষ্ণচূড়া ফোটা ফুলে দেহ ঢেকে আকাশের দিকে তার শ্রীমুখ
বাড়াল।

ধিক্কার

ও-হাওয়া উত্তপ্ত বলে ছুঁইনি ওকেও
আলো-কে অস্পৃশ্য ভাবি ওর নাকি আছে বিষ-তীর
জলকে সামান্য ভেবে অবহেলা করেছি সেদিন
অস্বীকারে প্রতিমূর্ত স্তূপ এক এখন স্থবির ;
এপাশ-ওপাশ-করা বিপর্যস্ত শয্যার শরণে,
বইয়ের পাহাড় ভেঙে ক্ষুদ্রকীট প্রাণপণ হাঁটে,
বাগান করার শখ : কিছু ফুল দেখেছি জীবনে,
কিছু ছড়া জানি বৈকি এত লোক এত ছড়া কাটে ;
আসলে বুঝি না কিছু মুখ বুজে কাঁদি
সতর্ক মনের মধ্যে জাগে লজ্জা, জাগে ক্রোধ, ভয়
যতই গভীরভাবে শক্ত করে বুকখানা বাঁধি
হৃদয় চুপসে যায়, রক্ত এক ফাঁকে বার হয়—
দুয়ারে দাঁড়িয়ে রোজই গান গেয়ে ভিক্ষা করে ভিখারী বালক
আমার ঘরের কোণে পায়রারা মেলে দেয় সুশুভ্র পালক—
মনে মনে টুকরো ছবি ছিন্নভিন্ন উজ্জ্বল কিরিচে,
বাইরে রক্তের স্রোত, লাল রঙ তুলে নিতে পারিনিক' নিজে ॥

শেষ বসন্ত

বিরস বসন্তে দূরে শেষপ্রান্ত হাতছানি দেয় আর ডাকে—
ধুলোয় মলিন পাতা, রক্তবন্ধ শিরা-উপশিরা,
সুন্দর স্বপ্নের মত আচার-বিচার কত অনুষ্ঠান, ক্রিয়া কোন্ ফাঁকে
উবে গেছে, প্রীত গন্ধ অপগত, ম্লান দীপ্ত হীরা।
আর কি নির্মম এই নিঃসঙ্গতা, নির্জনতা, মৃত পশুপাল,
ভাঙা বাঁশি টুকরো টুকরো, গতজ্যোৎস্না স্মৃতির গোপনে

সমস্ত বিপন্ন চিহ্ন, কোনোখানে নেই কারো একটু আড়াল
পাখিরা পাথর হয়ে গেছে অভিশাপে এই পাতাঝরা বনে—
মুকুরে এমন দৃষ্টি একলার, একাকার, কে যাবে মেলায়
হাতের কড়িটা নেই, বুকের ভিতর শুধু স্তব্ধতা কঠিন,
কাচের দুচোখ, গলা কাঠের এবং—কিংবা ভুতুড়ে খেলায়
কঙ্কালের হাটে একি শূন্যতার হাটে একি দিন হল দিন !
বিরস বসন্তে দূরে শেষপ্রান্তে সেই যাবে একা
অন্তহীন স্রোতোধারা মনে মনে ফুটে উঠছে রক্ত, রক্তলেখা।

অকুন্তলার প্রতি

ভয় করছো কাকে তুমি, নিজেকে নিজেই ?
অকুন্তলা আত্মভুক বুকের রত্নের খনি খালি করে যাও,
কঠিন ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে দিয়ে বৃষ্টিতে ভিজেই
দাঁড়াবে তৃষ্ণার্ত একা, এগোবে না আর এক পা-ও ?
কোনখানে ভুল হয়ে গেছে, যেন স্থানভ্রষ্ট কোন স্তরভাগ
ওপরে কাঁপানো সৃষ্টি সভ্যতা, সমাজ, ব্যবহার—
বহু আলোকিত মঞ্চ কোন এক রাজার সভার,
বেমানান তার মধ্যে তোমার ও-দুপায়ের দাগ ;
যৌবনবিকাশচিহ্ন ফুলে-ফলে বহুদিন শেষ,
দুহাত উপুড় করে শূন্য অঙ্ক শুকনো পাতা ঝরে,
তুমি যে-ঘরেতে ছিলে দেখো সেই ঘরের উত্তরে
যে-আকাশ ছিল তার রঙ কতটুকু নিরুদ্দেশ ;
অকুন্তলা, ভুল তুমি, যা পেয়েছ তাই হাতে করে
ধুলোর সংসারে ফুল নিয়ে চলো প্রেমিকের ঘরে ॥

দ্বিতীয় ভুবন

গাছের ওপাশে গাছ বনবাদাড় নিবিড় জঙ্গল :
আদিম রক্তের তৃষ্ণা ; দ্রিমিদ্রিমি মাদলের ঘায়ে
ছিঁড়ে যায়, খুলে যায় প্রত্যেক গভীর অন্তস্তল,
নৃত্যের দুরূহ ভঙ্গি ফুটে ওঠে কার পায়ে পায়ে ;
আর সব শূন্য, ছাখো শূন্য ঐ দূর ঘরবাড়ি—
পোষাপাখি ঠোঁট নাড়ে একভাবে, থাকে অন্তরীণ,
সুন্দর দেয়ালঘড়ি সময় জানায়, আর ওর দূরবীণ
ছাখায় বাহির-দৃশ্য উজ্জ্বল অস্তিত্ব সারি সারি ;
ভেতরে তাকিয়ে আছে অন্ধকারে দ্বিতীয় ভুবন—
দুবাহু মেলে সে ডাকে, দুই ডানা ছড়ায় আকাশে,
গাছের ওপাশে গাছ, ছায়া পড়ে, মেঘ করে আসে—
তোমার বুকের মধ্যে আদিম মানুষ এক বাঁচে সারাক্ষণ

অভাজন

পৃথিবীর অভাজন এক ব্যক্তি আত্মগত বলে
নিজের সর্বাঙ্গ দিয়ে খেলা করে, নিজেকে দ্বিতীয়
যন্ত্রণার জন্মদানে আনন্দের লগ্নে করে প্রিয়—
একভাবে চিরদিন চলে, পথ চলে···
উচ্ছিষ্ট কুড়োতে থাকে কার যেন ফেলে-দেওয়া ফুল,
গির্জার ঘণ্টার শব্দ, বিয়েতে সানাই কার, চন্দ্রালোকে বাঁশি
কানে শোনে, শ্যাওলার গুঁড়ো মাখে সবুজ রঙের সমতুল,
সঞ্চয়ের ঝুলি ভরে তুলে নেয় পরিত্যক্ত বস্তু রাশি রাশি ;
এ-সকল সামান্যের অবদানে তার দেহ ভরে :
কেবল গানের মত মন্ত্র মনে পড়ে

যে-মন্ত্রে উজ্জ্বল ছিল উদ্বুদ্ধ প্রেমিক তারই মন,
প্রাণশব্দে ভরা ছিল ভুলে থাকা নীরব নির্জন—
অজানিত কবে থেকে বাজে সেই পূর্ণতম বাঁশি
সমস্ত প্রকৃতি তার দিকে থেকে বলে ভালবাসি, ভালবাসি ॥

জন্ম, মৃত্যু

জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যু, মৃত্যু কোন বৃদ্ধের দুয়ারে
আরেক শীতেও ফিরে গেল···রোম-ওঠা পাগলা কুত্তাটাকে
ম্যাকফারলেন শেষে গাদা বন্দুকেই হেঁ হেঁ বুঝলেন কিনা···
আচ্ছা সে-মেয়েটা আর আসে না ওখানে—
প্রশ্নোত্তরে পরিবেশে ছক-কাটা সাধারণ জ্ঞানে
সমস্ত বিশ্বের ছায়া ধরা পড়ছে দৈনিক কাগজে
পরিতৃপ্ত প্রতিবেশী আলোকিত মুগ্ধ উপাদানে
মনে হল অপরূপ পানীয়ের গাঢ়-রক্ত শক্তি এক আছে ;
চোখ ছোট বড় হয়, কুঞ্চিত কপাল আর কঠিন চোয়ালে
হিংসা ঘৃণা বিন্দু বিন্দু ছাখো লোনা ঘামে জমে থাকে
গলায় কখনো খেলে মোলায়েম স্বর যেন ময়ূরের গলা
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছাখো সাত রঙ রোদের আঘাতে।
তাঁকে বলে ভদ্রলোক যিনি নাকি নিখুঁত বাজার
করেন প্রত্যেক দিন, সামাজিক কর্মেও ব্যাপৃত
হিসেবী ভাষণে কাঁপে টেবিলের সূক্ষ্ম শিল্পকলা
হে ঈশ্বর একে তুমি জন্ম বলো, নাকি বলো মৃত্যুর মহিমা ?

আকস্মিক

টেবিলে শুকনো ফুল, মন শুকনো তার চেয়ে বেশি ;
আদিম রক্তের গন্ধ আছে নাকি ঘরের দেয়ালে—
বহুলগ্ন এই থাকা, সব থাকে আপন খেয়ালে,
পুরনো রক্তের গানে অকুণ্ঠ কঠিন মাংসপেশী।

মেলায় যাবো না আর, সার্কাসে বা ম্যাজিক-আসরে
সমস্ত শুকিয়ে যায় : আর সে কি বিবর্ণ কৌতুক
বোঝানো যায় না বলে···অন্তহীন প্রতীক্ষার ঘরে
ভেসে উঠবে আকস্মিক ফেলে-আসা নিজের শ্রীমুখ॥

পিছনের ছায়া

সামনে পিছনে শুধু ইচ্ছার শিশুর কলরব
চড়ুইপাখির মত ঘনিষ্ঠ, একান্ত কাছে থাকে,
ভরায় না মন তবু, মনে মনে কত কী সে আঁকে,
এবং বিলিয়ে দেয় সবটুকু, যত আছে সব ;
অপূর্ণ স্মৃতির বিন্দু অপ্রেমেই ভরে তোলে তাকে,
অন্ধকারে থেকে থেকে সে-ও এক অন্ধকার হয় ;
দুঃখ প্রিয়বন্ধু তার, বসে বসে দুঃখ দিয়ে ঢাকে
নিজের আগুন রাঙা গোপনে যে লালিত নির্ভয় ;
জানে না, যে যায় সামনে তার ছায়া পিছনেই পড়ে,
ইচ্ছার সুগন্ধ ফুল ফুটে থাকে তেমন অন্তরে !

একা

অভ্যাসের অনুষঙ্গ রক্তের সহজে যেন ভাসে—
প্রিয় সুন্দরীর মুখ তাম্রলেখে উৎকীর্ণ, অথবা
একটি প্রদীপ থেকে পাওয়া যাবে অন্যদীপপ্রভা,
এ-সকল বার্তাবহ মন থেকে মস্তিষ্কসকাশে ;
ছেলেবেলা থেকে সেই সঞ্চারিত পুতুলের খেলা—
ছাত্রের তপস্যা পাঠে যাদুঘরে মূর্তির মুকুরে,
আরো বয়সের কত বিয়েবাড়ি আনন্দের মেলা,
মাটির প্রতিমা সে কি মাটি থেকে দূরে !
রক্তের ভেলায় নিত্য এপারওপার-করা হাওয়া—
নতুন যাত্রীর লালচেলিপরা অজানিত মুখ,
তিরতিরে জল থেকে মুহূর্তকে ছেঁকে ছেঁকে পাওয়া
আপাতসত্যের মত, মাছেরা ডাঙায় তবু মৃতবৎ মূক !
যে মূক সে কবে হয় বাচাল অধীর,
পঙ্গু-যে কেমনভাবে পার হবে গিরিমরুপথ—
সংসার সহস্রমুখ তার কাছে সমস্ত স্থবির,
অভ্যাসের বশবর্তী মনে মনে সুন্দর শপথ :
মনের মাটিতে শুধু দিনে দিনে তিলোত্তমা গড়ি—
নিজের সঙ্গেই খেলা, মানুষ বস্তুত একা, একার প্রহরী

নশ্বর

মুহূর্তনায়ককে আমি চিনতাম বহুকাল ধরে :
এ-দরজায় এলে সে তো খুঁজে দেখতো আরেক দরোজা,
পেছনে চলার পথ লোকে বলতো সেই তার সোজা—
পথেই দাঁড়িয়ে সে-ও ভাবতো : আছি রাজার দুয়োরে !
নক্ষত্রকে তীর মেরে এরই মধ্যে উল্কাপাত হল,

নিশ্চিত নিরুপদ্রবে জানালায় শিশিরের ফোঁটা,
শীতের সামান্য ফুল বীজ রেখে কখন প্রবল
মৃত্যুর আহ্বানে একা ঝেড়ে ফেললো ধূসরিত বোঁটা ;
মুহূর্তনায়ক এমনি দৃষ্টান্ত উপমা খুঁজে খুঁজে
নিজের পদবী ভারী করে আর পরিচয়চিহ্ন বয়ে আনে,
সে বলেছে : মৃত্যুকে তো কবরের লাল মাটি বুঁজে
ঘুম পাড়িয়েছি আমি ; এখন এলাম ভেসে পৃথিবীর প্রাণে !
সে জানে সে লুপ্ত হবে কেন না সে ছাখে : ঢাকে মুখ
কুঞ্চিত বয়সাভাস, গলে যায় মোমের পুতুল,
সুখের সংসারে জানে নেমে আসবে রোগীর অসুখ
কেন্দ্রভ্রষ্ট হবে এই জীবনের রেখাঙ্ক বর্তুল ;
এ-ও জানে সেই কবে ভাল তার লেগেছিল যাকে
তার গৌর গরিমার দিবসান্ত, ম্লান হয়ে আসে
সমস্ত আগুন যেন অকরুণ জলের আভাসে
হিমবাহ স্রোতস্বিনী সব কিছু এক করে রাখে,
কিন্তু তবু ফেটে পড়ে তার এক গর্বের আঙুর,
বলে সে : জীবনে প্রেম কটা কার হয় তা-ও বলো,
মুহূর্তনায়ক জানে সব বেগ হলে পরে শান্ত ছলোছলো
গাথায় গ্রথিত হবে তার যত কথার নূপুর।

সময় রাজার মত

মুখটা আমার কুশ্রী জানতাম আমি—
চিরদিন-ধরে-থাকা সাজা ;
ধুলোবালি উড়ে যায়, ওড়ায় মনের মত রাজা
যে সবার নাম জানে ঠিকানাও কিছু কিছু রাখে,
জলের মতন সোজা তরল সৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে

নিজের নিরিখে নিজেকেই মনে করে খুব দামী—
আমাকে এড়িয়ে যায় প্রায়ই ;
বয়ঃসন্ধি, এটাসেটা, হাজার বাতিকে
ঘরছাড়া থেকে কার ঘরভাঙা চতুর খেলায়
সাজানো জিনিসগুলি চুরমার করে দূরে ভেঙেও ফেলায়
লাফিয়ে লাফিয়ে দিন বছর পেরোলো,
যে-নদা আমার ছিল সে-নদী কখন যেন জোলো
হাওয়ার চকিত টানে উপপ্লাবী সমুদ্র-সঙ্গমা ;
বুকের মাঝখানে সেই কী-যেন কী-যেন মনোরমা
দেখাও যায় না কিংবা দেখানো এঁকে বা লিখে লিখে ;
রাজার রাজত্ব বাড়ে, রাজা এক সুন্দর পুরুষ,
আমাদের মুখ চেয়ে ঝুলে থাকে পূর্বনির্ধারিত এক ক্রুশ !

সুখদুঃখ

॥ এক ॥

ফুলদানিভরা সেই সৌগন্ধ্যের পানপাত্র যদি
রক্তের ত্রিশিরাকাচে পরিণত হত একদিন,
তাহলে এমনভাবে অন্ধকার নিষ্ঠুর জরতী
অক্লেশে বাজাতো নাকো বাদ্য তার বিরামবিহীন ;
ও-পাড়ায় যার বাড়ি যার জন্যে দূর-আকর্ষণ
তারার মতন মগ্ন আলোয় আলোয়—
সে তো আজ এ-পাড়ার বহু বিচক্ষণ
ব্যক্তিদের মুখগুলি বিশ্রী করে সাদায়-কালোয় ;
তাকে ভেবে ফুল হয়ে দিন রাত্রি ঝরে ঝরে পড়ে,
তাকেঁ ভেবে সুখে মরি দুঃখময় গভীর প্রহরে ।

॥ দুই ॥

ত্রিভুবন অন্ধকার যার
সাত সাগরের জল যার কাছে শুধু অশ্রুজল—
কোথায় লুকোনো পরমায়ু তার করে টলটল,
কোথায় মানিক হয় ঝিনুকের বুকে চন্দ্রহার ;
তার ছায়া লাগে সাদা ঘরে,
এবং দেয়ালে আঁকা বিস্মৃতির যে-কটি ছবিকে
বুকে রেখে টিপে ধরি, বুকের রক্তের রঙে লিখে
দূরের আকাশে তারা দাগ কাটে সুন্দর প্রহরে ;
ত্রিভুবন অন্ধকার যার
তার যত কষ্ট তত আঙুরের ক্ষেতভরা আলো—
যতই জীবন তাকে করে ব্যবহার
কেন্দ্রে বসে থেকে তার সব লাগে ভালো।

ছায়া চালচিত্র

কেউ যদি একবার আসে সেই প্রচ্ছন্ন ছায়ায় :
গভীরে মূঢ়তা যার, বাইরে ছলনা আঁকাবাঁকা,
যার মন ছুঁয়ে থাকে শাখা-উপশাখা,
পারে না যে এক হতে বৃক্ষের কায়ায়—
সার্কাসের তাঁবু ভেবে যে কেবল বেঁচেছে জীবনে,
কাঁদেনি একটি দিন, উদাস হয়নি কোনো ভুলে,
কী থেকে কী হত কার ভাবেনি কখনো মুখ তুলে,
এত কথা আছে তার একটিও পড়েনিক' মনে—
তাকে সেই ছায়াই দেখাবে
যে-ছায়া বৃত্তান্তহীন অন্ধকারে একা একা থাকে,
যেখানে ডুবতে গিয়ে মনে পড়ে তাকে,

আকণ্ঠ তৃষ্ণায় তৃপ্তি পথশ্রম নদীতে জুড়াবে ;
চলমান এই দুঃখকষ্টের সংসারে
সে-ছায়া পেছনে আছে চালচিত্র অর্ধগোলাকারে

শেষ লগ্ন

সেই লগ্নের শেষচিহ্নিত ঘরের দেয়ালে
একটি জোনাকি, একটি কি দুটি ফুলের গন্ধ,
বাইরে যতই অঝোর বর্ষা জলধারা ঢালে
তত মনে আসে কী থেকে কী হত মন্দ্র, মন্দ ;
মন্দের ভালো এই সংসারে এই অলিগলি—
নিজেকে নিয়েই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছবি করে তুলে
পশ্চাৎপটে যত অলক্ষ্য পুষ্পিত কলি
সব জুড়ে জুড়ে মন বলে তবে এসেছি কি ভুলে ;
ভুল যদি হয় তাতে কী বা আসে, অবাধ্য প্রাণে
যদি মুহূর্তে আরাধ্য কোনো উতল পিপাসা
তার কাছে এসে বলে মৃদুমধু কথা কানে কানে,
ভরে দিয়ে যায় ভুলের বাসরে ছোট ভালবাসা ;
সে কথাই তাকে বলতে গেলাম বৃষ্টিবাদলে
কান্নার স্বরে কী কথা বললো বুঝিনি তো আমি
মনে মনে ডাকি, কথা বলি আর, মাঝে মাঝে থামি,
সে কি কাঁদতো না বর্ষা না হয়ে বসন্ত হলে !

হৃদয় ফাঁকির ঘর

কেবল সতর্ক থাকি। ছিন্নভিন্ন, অনন্যসম্বল,
নিরুপায় সব ক্ষেত্রে তাই এক কেন্দ্রে আত্মগত—
সমুদ্রের ব্যবধান বিস্তৃত নদীর পারাপারে—
এবং শোণিতশিরা, মজ্জা, গ্রন্থি, স্নায়ুতন্তু, হাড়ে
হাওয়ার বদলে ক্ষান্তবর্ষণের পীড়া এক জেগেছে নিয়ত,
হৃদয় ফাঁকির ঘর সেইখানে বড় করে যায় অবিরল…

যে-ছায়া পড়েছে ঘরে যে-ধ্বনির প্রতিধ্বনি আছে
সমস্ত যখন এসে একযোগে করে চলাচল,
জানালাতে পর্দা এঁটে ভাবি নেই ওদিকের গাছে
সূর্যের শেষের রশ্মি চূর্ণ করে দিতে এক স্থবিরের আঁধার অতল,
বৃদ্ধি পায় রক্তচাপ, যৌবনবিক্ষুব্ধ মনোবল,
হৃদয় ফাঁকির ঘর বড় করে যবে তারই মাঝে…

বজ্রবন্ধনের গ্রন্থি ভাবে নি যে তারও ফাঁকি থাকে :
মনের ফাঁকিতে এসে জড়ো যেন হয় সব মাছ
বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন যারা লবণাক্ত অশ্রুজলে, কাচ
হয়েছে দুচোখ যার, শরীর শীতল কাদা মাখে ;
বিশ্বাসঘাতক মন ভ্রষ্টাচারে কি আনন্দ পাবে,
হৃদয় ফাঁকির ঘরে প্রতিধ্বনি শোনা যাবে পুরনো সংরাগে !

এক নদী, এক নারী

এ-নদী ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সেই আত্মঘাতিনীকে—
এ-নদী নারীর চেয়ে ক্রূরতর ঈর্ষার দংশনে
জ্বলেছে ; ডেকেছে এক নীলছায়া মায়াবী প্রতীকে,
জলের কোমল স্পর্শে, সাজিয়ে রেখেছে অভিসন্ধি গূঢ় কোণে-
ও জানে অনেক কথা : ওরই পাড়ে কত প্রতিশ্রুতি
নির্জনে দুজনে এসে বালির ওপর গেছে লিখে,
হাওয়ার গভীর সুখে মেলে দিয়ে সব অনুভূতি
আশ্চর্য পাখির চোখে চেয়েছিল পরস্পর দুজনের দিকে—

এমনি এক উপাখ্যান বুকে বয়ে নিয়ে চলে নদী,
বিজয়িনী হাসতে থাকে চিরকাল উচ্ছ্বাস-আকুল
যতদূর দৃষ্টি চলে এপারওপার সেই দিগন্ত অবধি,
মাঝে মাঝে ছিটকে ওঠে ফেনাভরা তরঙ্গের ফুল···
এ-নদী জয়ের গর্বে আঁকড়ে আছে সেই এক পুরুষের মন
যে-লোক পাগল হয়ে দুঃখশোকে ওরই পাশে করে বিচরণ ॥

ভুল ভালবাসা

ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে ঘরে
সে যদি আবার সেই ম্লানতার ছবি খুলে দেখে
যা রয়েছে বুকে তার শয়নে জাগ্রতে শীতে জ্বরে
যাকে মনে রেখে তার অন্য সবই গেছে একে একে—
তার সেই নীল চোখ প্রসন্ন উদাস মায়াময়
ছেলেবেলাকার মনে আশ্চর্য কঠিন ভালোলাগবার মত
ছুঁয়ে কিংবা চোখে দেখা যে-তন্ময় হয়েছে মন্ময়
মুখরাখা সভ্যতায় কেন তাকে করো ফের দুঃখভারানত ;

তাকে কেন ভাবলে চোর, কেন ভাবো শস্যময় ক্ষেতে
মশালে আগুন জেলে দস্যুর মতন একদিন
সেও আসবে দ্রুত পায়ে একান্ত কঠিন
তোমার সোনার রাজ্যে দুটি ক্ষুদকুড়ো শুধু পেতে—
কেন বা ভিখিরী ভাবো তোমার দ্বারের কাছে বলে,
হৃদয় তোমারও আছে একথা সে সাধারণ জানে—
অথচ তাকেই তুমি কাকতাড়ানোর মত কালো ছেঁড়া কাঁথা
চুনকালিমাখা হাঁড়ি দিয়ে ভয় দেখিয়েছ হেসে মনে প্রাণে;

পরাজিত সব ক্ষেত্রে হয়তো সে তুমি যা যা জানো
আশ্চর্য প্রক্রিয়া কত আনন্দের তুমি মনে রাখো
কী ভাবে নিজেকে ভুলে অন্যকে ভুলিয়ে পথে আনো
এবং পথের প্রান্তে জ্যোতিষীর ছক-দাগ আঁকো—
দেখো সে আরেক দিকে দাঁড়িয়েছে বকুলের মত
যেখানে এসেছে ফিরে তার মালা গাঁথবার স্মৃতি
যেখানে খঞ্জনীবাদ্যে বাউলের উদাসীন গীতি
ফেলে আসে অন্য সত্য, মিথ্যা আজ যাকে তুমি বলো অবিরত—
বুক যদি খুলতো সে দেখা যেত শিরাউপশিরা
সুন্দর নদীর মত বারবার পথ ভুল করে,
ভুলের আনন্দ নিয়ে বেজেছে মন্দিরা—
যতক্ষণ ভুল শুধু ততক্ষণ তার মন ভরে।

অপ্রেম

যখন ঘুমোলো সে-ও অন্ধকারে একা
তখন অদৃশ্য হল তার দেহজ্যোতি—
অন্ধকার জানোয়ার মুহূর্তেই দিল তার দেখা
এবং শুকিয়ে গেল প্রাণধারাপূর্ণ স্রোতস্বতী ;

সে তখন প্রেম নয়, গান নয়, নয় ভাল কিছু :
পৃথিবীর গন্ধময় ভালবাসা, রক্ত অনুরাগ,
সাগরের নীল ছায়া ; নীল আবহাওয়াটার পিছু
ঘুরেও পেল সে ব্যথা হৃদয়েতে দুখণ্ড দুভাগ—
এমন কি যে তাকে কিংবা যারা যারা ভালবাসতো তাকে
তার জাগরণে যেন মুহুর্মুহু শান্তি পেত ঘুমে
তারাও মোমের মত ব্যর্থ অবয়ব নিয়ে হাঁকে
যে-হাঁকে শুকোয় মাঠ পরিপূর্ণ হরিৎ গোধূমে ;

সে যখন ফিরে এল জেগে জেগে, জ্ঞানপাপী তখন অচেনা,
অর্থ বিত্ত বহু তার তবু পূর্ণ অপ্রেমের দেনা ।

সহজ ভুল

নিঃশ্বাস ফেলার মত সহজ সরল ভালবাসা :
মাঝে মাঝে বাষ্পাকুল ঘষাকাচ তবু সে হাওয়ায়
পাথরের সিঁড়ি ভেঙে ত্রিকূটের ছাদে চলে আসা
সেইখান থেকে নীচে উপত্যকা ভাল দেখা যায়,
দূরে যেন নদারেখা আকাশের গায়ে লীন হয়,
সমস্ত নগরী এক মুহূর্তেই অরণ্যসঙ্গমা,

সমুদ্র তটের পরে আছড়ায়, সমুদ্র-সময়
কোণার্কমন্দির বুকে ধরে যেন প্রিয়মনোরমা !

বিশাল, তাই তো শক্ত !   এ-শ্রাবণ মন্ত্রমুগ্ধ স্বরে
আমাকে জানালো ব্যর্থ, ব্যর্থ আমি পটভূমিকায়,
মননে ইচ্ছায় সবই থেকে গেল দূরে অগোচরে
ঘর গড়া শুধু স্বপ্ন বাতুলের স্বর্ণলিপিকায় ;
আমি শ্রান্ত তিত্তিরের জ্যোৎস্না-রাতের বিনিময়ে
ভালবাসা ভুল করি, ডুবে থাকি ভুলের প্রণয়ে ।

মুহূর্তনায়ক

খেয়ালী নায়ক শুধু এইখানে এক মুহূর্তের ।
ছায়ায় সতর্কচক্ষু কোন পথে কে কে হেঁটে যায়,
সকলের সঙ্গে ছিল, সকলে কি এখনো তাকায়
নীরব নীলিম চোখে ?   হাওয়া কাজ করে কি দূতের ?
আলো ঝরে, ফুল ঝরে, বিকেলের পাখিদের ভাষা
ভাঙে বাসা, অগণিত শূন্যকুম্ভ উচ্চতর আশা
তারা হতে চায় দূরে কিংবা হবে সমুদ্রের গান
জলের তলায় মিশে লবণাক্ত দেহ, মন, প্রাণ !

তবে কি সে ভালবাসে পিঙ্গলার ছায়ার আলো-কে
শুকনো চোয়ালে যার হাড় লাগে তালব্য-কঠিন,
মৃত্যুর শীতল ডানা রোম-ওঠা ধূসর পালকে,
ভালবাসে সেই স্বর শব্দ যার হয়ে এলো ক্ষীণ ?
মুহূর্তনায়ক সে তো অস্থায়ী তাঁবুর আশেপাশে
মরশুমের ফুল তাও সারা অঙ্গ দিয়ে ভালবাসে ।

অন্ধকার, আরো অন্ধকার

অন্ধকারে চাপাস্বর। কার গলা? পিঙ্গলার মুখ
রেলিঙে হেলানো ছিল সারাদিন, রোদ সরে সরে
পুরনো অশথডাল ছুঁয়ে এল তবু নিরৎসুক
হাওয়ায় রটেছে বার্তা—সে নেই সে নেই এই ঘরে ;
সমস্ত বাড়িটা ম্লান, দেয়ালে ছবির পাতাগুলি
যেন এ প্রস্তরীভূত হৃদয়ের মধ্যে কালি ঢালে,
এতদিন যে-নায়ক ইচ্ছাধীন তুলেছে অঙ্গুলি
তার ভাষা থেমে গেছে, তার মৃত্যু ঘটেছে একালে ;
নির্বাসিত পিঙ্গলার ছায়া ঘোরে দিবসে নিশীথে :
কেন এ-হৃদয় তবু ব্যর্থ বিড়ম্বনা হযে বাঁচে,
সেখানে জমে নি রক্ত অকালের সমাগত শীতে,
চোখের কাজলমণি পরিণত হয় নি কি কাচে?
তাহলে সহস্রবার মরে গেছে সেই এক নারী,
এবং নিয়মমাত্র এত অশ্রুকণা ভারি ভাবি।

একটি সাধারণ মৃত্যু

ভুলবে যদি সে ভুলুক সেকথা হায়রে
সুদখোর হোক, হোক চাক্ষুষ প্রমাণিত তার
সব অবহেলা, অর্থমত্ত পাহাড় পাহাড় :
কিংবদন্তী রচিত এখনো হয়নিক' তার ;

ভুলবে যদি সে ভুলুক সেকথা হায়রে
তারো ছেলেবেলা ছিল, তারো সেই রাঙা মেয়েটির
সঙ্গে জড়িত হাসিকান্নার ভাঙা নদীতীর,
সে তো ভুল, সে তো ভুলে গিয়ে আজ একেবারে ধীর ;

ভুলবে যদি সে ভুলুক সেকথা হায়রে
তার উচ্চাশা টুঁটি টিপে মারে হৃদয়কেই,
তালগাছ-হওয়া বৃথাই বৃথাই ; বাঘনখেই
তার মৃত্যুর সংবাদ লোকসমক্ষেই !!

সুখ দুঃখের কথা

নায়কনায়িকা ছাখো পরস্পর কথা কয়ে ওঠে,
শুকসারী দ্বিধাহীন দুই চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে
বিশাল বিশ্বকে নিত্য চাখে লাল ঠোঁটে,
অমৃত সন্ধান করে নখে আঁচড়িয়ে।
শূন্য ঘর, তবু শূন্য অবসিত ম্লান রশ্মি আভা
যখন দেয়ালে লেগে ঘরে ঘরে আগুন জ্বালায়
তখন অবশপ্রায় বহুবর্ণ লাভা
ক্ষণিক তীব্রতামগ্ন ময়ূখমালায়•••
বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ, প্রহরে সময়,
যতক্ষণ কাছে থাকি মনে হয় আমিও বিরাট
জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, আদি অন্ত কোন কিছু নয়
আমিও অশেষ এক, নেই তট, নেই যার ঘাট।
সেখানে কখনো চড়া কখনো বা জলা
সুখ দুঃখ ব্যথা ব্যর্থতার গুপ্তধন
তাই মিলে রক্ত বয় শিরায় প্রবলা
সে আমার সর্বকালে শান্তিনিকেতন।

নিষিদ্ধ ফল

নিষিদ্ধ ফলের ডাকে সাড়া দেব ফের
গির্জায় যখন এসে দাঁড়াবে গোধূলি—
হাওয়ায় বিচুর্ণ-অঙ্গ দিকদিগন্তের
সেতারে কাঁপিয়ে দেবে কঠিন অঙ্গুলি ;
নিঃশ্বাস-শ্বসিত এই দেবদারু গাছ
মন্ত্রমুগ্ধ জানে এক জীবনের সব ইতিহাস,
এ জীবন টুকরো টুকরো লাল-নীল মাছ
এই প্রাণে ধরা দেয় করুণ বিভাস !

নিষেধের রন্ধ্রপথে আজো সমুদ্রের
তর্জন-গর্জন হবো শঙ্খশুভ্রতায়,
অথবা দু'কান চেপে আমি সুদূরের
আগুনের জ্বালা শুনি—তীব্র শোনা যায় !
হারাবো, মিশোবো জলে, কেউ দেখবে কি ?
জলে শুয়ে আকাশের মুখ ভাল দেখি !